Sanatan Dharma

মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা

তাই বার বার বলা হচ্ছে যে নিজের বুদ্ধিতে না চলে শাস্ত্র বুদ্ধিতে চলে কখনো আত্মা প্রতারনার শিকার হতে হয় না । তাই বেদান্তে 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ এর নিকটে দীক্ষার বিধান দেওয়া আছে ।
তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত যে নিজের বুদ্ধিতে না চলে বেদান্তের শাস্ত্র বুদ্ধিতে চলা ।
তাহলে স্তর অনুসারে শিষ্যের কর্তব্য মূল দীক্ষা পর্যন্ত :-----
1.পূর্ণ রূপে ধর্ম আচরণ
2. 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান মহাপুরুষ সন্ধান
3. 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান মহাপুরুষ এর সেবা দ্বারা সন্তুষ্টি অর্জন
4. 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান মহাপুরুষ এর সেবা দ্বারা সন্তুষ্টি অর্জন দ্বারা দীক্ষার সম্মতি প্রার্প্ত হওয়া
5. মহাপুরুষ এর আদেশে এ প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণ (নামদীক্ষা , জপদীক্ষা ,স্তব-স্তুতিদীক্ষা , আসনদীক্ষা , ব্রতদীক্ষা, সুরৎযোগদীক্ষা,নাদানুসন্ধানদীক্ষা, অজপা ক্রিয়াদীক্ষা ,পুনশ্চরণদীক্ষা , শাস্ত্রজ্ঞানপাঠদীক্ষা, ইত্যাদি 24 প্রকারের দীক্ষা আছে " -- এগুলিকে প্রাথমিক দীক্ষা বলে)
6.প্রাথমিক দীক্ষা দ্বারা মূল দীক্ষা এর উপযুক্ত যোগ্যতা লাভ
7. মূল দীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা গ্রহণ ("মন্ত্র - গায়ত্রী - ব্রহ্মবিদ্যা-দিব্যচক্ষুলাভ -আত্মসূর্য এর দর্শন-অনাহত মন্ত্র ধ্বনি লাভ)
এই উপরুক্ত ৭ টি স্তর ক্রমান্বয়ে পার করে "মূল দীক্ষা" লাভ হয় ।
অনেকে আবার প্রাথমিক দীক্ষা গুলির কোনো একটা বা দুটো প্রাথমিক দীক্ষা লাভ করে ঐটাকেই মূল দীক্ষা ভেবে ভুল করবেন না । কারণ প্রাথমিক দীক্ষা শুধু মুলদীক্ষা লাভের উপযুক্ত যোগ্যতা করে -- এই গুলিকে মূল দীক্ষা বলে না ।
কোনো কোনো অবস্থায় শুধু "বীজমন্ত্র -গায়ত্রী-কিছু ক্রিয়া" দীক্ষাকেও প্রাথমিক দীক্ষা বলে - যদি না ওই দীক্ষা গুলির সঙ্গে "কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগরণ ,অনাহত মন্ত্র ধ্বনি লাভ , আত্মসূর্য এর দর্শন এবং দিব্যচক্ষুলাভ" না হয় ।
মোট কথা বীজমন্ত্র -গায়ত্রী- ক্রিয়াদীক্ষা এর সঙ্গে সঙ্গে "কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগরণ ,অনাহত মন্ত্র ধ্বনি লাভ , আত্মসূর্য এর দর্শন এবং দিব্যচক্ষুলাভ" হলে বা গুরুদেব কৃপা করে দিলেই একমাত্র তাকেই " মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা " বলা হবে শাস্ত্র অনুসারে ।
" মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা " লাভ করলে অবশ্যাই উপরুক্ত সব লাভ হবেই ল যার " মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা " হয়েছে তার অবশ্যই "কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগরণ ,বীজমন্ত্র -গায়ত্রী- ক্রিয়াদীক্ষা ,অনাহত মন্ত্র ধ্বনি লাভ , আত্মসূর্য এর দর্শন এবং দিব্যচক্ষুলাভ" হয়েছে জানতে হবে ।
যদি কারো না হয়েছে তাহলে জানতে হবে যে তার এখনো " মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা " হয় নি , শুধু প্রাথমিক দীক্ষাই হয়েছে ।

****

Published on: Dec, 15 2023 12:45

****

শবৈ মন্ত্র, শক্তি মন্ত্র, বষি্ণুমন্ত্র,গণশে মন্ত্র, সূর্য মন্ত্র বা যে কোনে দবেদবেীর বীজমন্ত্ররে দীক্ষা এ সব তন্ত্র শাস্ত্ররেই অন্তর্গত তবে বদেরে সূর্য গায়ত্রী মন্ত্র বদৈকি মন্ত্র । তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্ররে দীক্ষা+ বীজগায়ত্রী ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞান এর পথে সাধনরে উন্নতি করা সম্ভব নয় ----তর্ক- যুক্তিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। তাই বদৈকি ধর্মআচার-অনুশাসন এর সঙ্গে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা ও সাধনা এবং বদৈকি ব্রহ্মবদি্যার কঠোর যোগ সাধনার দ্বারাই ব্রহ্ম-জ্ঞানরে বকিাশ হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করার জন্যে তন্ত্র এবং বদৈকি–এই দুই পদ্ধতরি সমন্বয়ে মানসকি ও আধ্যাত্মকি ধর্মআচার-অনুশাসন এবং সাধনার প্রয়োজন। তাই তন্ত্র বাদ দযি়ে শুধু বদৈকি অথবা বদৈকি বাদ দযি়ে শুধু তন্ত্র সাধনায় পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানলাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় । তাই তন্ত্র + বদৈকি ধর্মআচার-অনুশাসন এবং সাধনার –এই দুই পদ্ধতরি সমন্বয়ে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানলাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব ।
(বলা বাহুল্য যে তন্ত্ররে আভচিারকি দকি সম্পূর্ণরূপে পরত্যিাগ করযি়া শুধু শুদ্ধ-দব্যি শবৈ্যোগমতন্ত্ররে বীজ+ গায়ত্রী এবং সাধনা অত্যন্ত আবশ্যক)

Published on: Dec, 15 2023 12:45